বুদ্ধিমন্ত আদ্যোপান্ত কহে বিবরণ।
শুনে রোমাঞ্চিত সব ভকতের গণ।।
কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গদগদ হ'য়ে।
কেহ কাঁদে ঠাকুরের চরণে পড়িয়ে।।
কেহ কেহ কাঁদে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়ে।
প্রেমের বন্যায় সবে চলিল ভাসিয়ে।।
কেহ কেহ বুদ্ধিমন্তে ধরে দেয় কোল।
প্রেমাস্ফুট শব্দে কেহ বলে হরিবোল।।
অই প্রেমে উঠে গেল কীর্ত্তনের ধ্বনি।
প্রেমের তরঙ্গে ভাসে ভক্ত শিরোমণি।।
নাহি লোক নিন্দা ভয় অলৌকিক কাজ।
রচিল তারকচন্দ্র কবি রসরাজ।।

মাচকান্দী গ্রামে প্রভুর গমন

মাচকান্দী গ্রামে শ্রীশঙ্কর বালা নাম।
পঞ্চ পুত্র তাঁহার সকলে গুণধাম।।
লক্ষ্মীদেবী গর্ভজাত তারা পঞ্চ ভাই।
যেমন পাণ্ডব পঞ্চ ঠিক যেন তাই।।
জ্যেষ্ঠ শ্রীউদয়চাঁদ ভার্য্যা 'গুণমণি'।
মধ্যম শ্রীজয়চাঁদ 'আনন্দা' রমণী।।
নোয়া হরানন্দ বালা নারী 'রসবতী'।
সেজে রামকুমার 'কামনা' নামে সতী।।
কনিষ্ঠ শ্রীব্রজনাথ বালা শিষ্টাচারী।
তাহার গৃহিণী দেবী 'বসন্ত কুমারী'।।
তিলছড়া বাসী বংশী গা'নের দুহিতা।
সাধ্বী-সতী পতিব্রতা রূপ-গুণান্বিতা।।
পঞ্চ ভাই প্রেমে মত্ত ঠাকুরের ভাবে।
ঠাকুরের নিকটেতে আসে যায় সবে।।
হরিনামে মাতোয়ারা নাহি অবসর।
হাতে-কাম মুখে-নাম করে নিরন্তর।।
সন্ধ্যা হ'লে গৃহকার্য্য করি সমাপন।
সবে মিলে বসে করে নাম-সংকীর্ত্তন।।
ঠাকুরের আজ্ঞাবহ থাকে সর্বক্ষণ।
পঞ্চ ভাই এ ভাবে করে কাল যাপন।।
একদিন হরিচাঁদে আনিব বলিয়া।
জয়চাঁদ কহে ঠাকুরের কাছে গিয়া।।
ব্রজ বলে ওড়াকান্দী আসিল যখন।
ঠাকুর বলেন 'মম আছে নিমন্ত্রণ।।
কল্য নিমন্ত্রণ করে গেছে জয়চাঁদ।
অদ্য মোরে নিতে আসিয়াছে ব্রজনাথ।।
ব্রজনাথ সঙ্গে আমি মাচকান্দী যা'ব।
কে যাইবি আয় তথা হ'বে মহোৎসব।।
বলিতে বলিতে হরি বলিতে বলিতে।
চারিশত লোক সঙ্গে হৈল অকস্মাতে।।
ভক্ত হ'ল চারিশত হরি বলে মুখে।
নাচিয়া গাইয়া যায় পরম কৌতুকে।।
হরিনাম ধ্বনি ধেয়ে উঠিল গগনে।
সবে মিলে হরি বল বলেছে বদনে।।
প্রহরেক করে সবে নর্ত্তন কীর্ত্তন।
ঠাকুর বলিল "স্নান কর সর্ব্বজন।।
স্নান করি ভক্তসব আসিয়া বসিল।
'জল খা'ব বলে সব কহিতে লাগিল।।
এক কাঠা ধান্যজাত চিড়া আছে ঘরে।
লোক দেখি চিন্তান্বিত পড়িল ফাঁপরে।।
একা প্রভু আসিবেন বালাদের মন।
ভকত আসিবে সঙ্গে ঊর্দ্ধ বিশজন।।
তাহাতে হইল ভক্ত এই চারিশত।
জল সেবা করিবারে সবার সম্মত।।
জ্যেষ্ঠ শ্রীউদয় বালা মেজে জয়চাঁদ।
শ্রীরামকুমার হরানন্দ ব্রজনাথ।।
কাঁদিয়া পড়িল এসে ঠাকুরের পায়।
'কি হ'বে কি হ'বে প্রভু নাহিক উপায়।।